দৈনিক খবর

তারিখ 15 MAR 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

206

অস্ত্রবাজদের দাপট চলছেই

ক্যাম্পাসে আবারো গুলী ঃ কাঁদানে গ্যাস ঃ কয়েকজন আহত

।।স্টাফরিপোর্টার।।

মঈন হোসেন রাজু হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে গতকাল শনিবার আবারও একটি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র সমর্থকরা গুলীবর্ষণ করেছে। গুলীবর্ষণের সময় কেউ গুরুতর আহত হয়নি। তবে ছুটোছুটি করার সময় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কমপক্ষে ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং অস্ত্রধারীরা ১০/১৫ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় দু'দল ছাত্রের মধ্যে গুলী বিনিময়ের সময় ছাত্রনেতা রাজু নিহত হলে গতকাল এর প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

সকাল পৌনে এগারোটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিহত ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজুর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হবার পর গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের

২ এর পাতায় দেখুন

ক্যাম্পাসে আবারও গুলী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মধুর কেন্টিনের সামনের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমদিকে লেকচার থিয়েটার ভবনের সামনে পৌঁছলে বাণিজ্য অনুষদ ভবনের সামনে থেকে এক রাউন্ড গুলীর শব্দ শোনা যায়। মিছিলকারী ছাত্ররা তখনও ছত্রভঙ্গ না হয়ে রাজু হত্যার বিচার দাবী করে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের মাঠ থেকে আরো চার/পাঁচ রাউন্ড গুলীর শব্দ শোনা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মিছিলটিকে লেকচার থিয়েটার ভবনের সামনে আসলে সূর্যসেন হল গেটের সামনে থেকে একদল অস্ত্রধারী গুলী করতে করতে কলা ভবনের দিকে আসতে থাকে। এ সময় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতা-কর্মীরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে। গুলীবর্ষণের সময় পুলিশের নীরব ভূমিকার কারণে ছাত্র ঐক্যের কিছু উত্তেজিত কর্মী পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। এ সময় সকাল ১০টা ৫৭ মিনিট। পুলিশ মিছিলকারীদের লক্ষ্য করে কমপক্ষে ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের পর এবং অস্ত্রবাজদের উপর্যুপরি গুলীবর্ষণের ফলে ভয় বিহ্বল ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কলা ভবনের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে কয়েকজন মৃদু আহত হয়। এক পর্যায়ে অস্ত্রধারীরা গুলী করতে করতে কলাভবন করিডোরে ঢুকে পড়ে। কলাভবন করিডোরে দাঁড়িয়ে অস্ত্রধাবাজরা ছাত্র-ছাত্রীদের অশ্লীল গালাগাল করতে থাকে এবং ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে।

পুনরায় ছাত্রদলের সশস্ত্র সমর্থকরা গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের কর্মীদের ধাওয়া করে হাকিম চত্বরের দিকে নিয়ে যায়। পরে ছাত্রঐক্যের মিছিল কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে যায় এবং সেখানে এক সমাবেশের আয়োজন করে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ছাত্রদলের সশস্ত্র সমর্থকদের গুলীতে নিহত ছাত্র ইউনিয়ন নেতা রাজুর গায়েবানা জানাজা সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নামাজে জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা মসজিদ প্রাঙ্গণে আসলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রঐক্য কর্মীরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞাকে গালাগাল করে তাকে উদ্দেশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি গুলী ফুটলে মনিরুজ্জামান মিঞাকে তার জবাব দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে এক্ষুণি তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

এদিকে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে সমস্ত কলাভবন এলাকায় ঝাঁঝালো গ্যাসের গন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। চোখে মুখে পানি দেয়ার জন্য কলাভবনের বাথরুমগুলোতে এ সময় দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। অস্ত্রধারীরা ফিল্মী স্টাইলে কলাভবনের ভেতরে হাতে এবং কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহড়া প্রদর্শন করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কলাভবনের তিনতলার ৩০৫৪ নম্বর কক্ষে একটি টিয়ার গ্যাসের সেল পড়লে একজন ছাত্র আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ছাত্রটির নাম জানা যায়নি। গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা এ সময় ক্লাস ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

গুলীবর্ষণ থেমে গেলে বেলা ১১টা ২০ মিনিটে কলাভবনের সামনে (দক্ষিণ দিকে) এক ট্রাক দাঙ্গা পুলিশ নিয়োগ করা হয়।